২৩/৩/২০০১

তারিখ ...
পৃঃ ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

ইনকিলাব ঃ হাজার হাজার মাদ্রাসা ছাত্র গতকালও পরীক্ষার এডমিট কার্ড না পাওয়ায় মাদ্রাসাসমূহের প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকগণ গতকাল মাদ্রাসা বোর্ড প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এডমিট কার্ড দেয়ার দাবী জানান

দুর্নীতির অভিযোগ ঃ মাদ্রাসা বোর্ড প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ

সাড়ে ৪শ' মাদ্রাসার কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী গতকাল পর্যন্ত এডমিট কার্ড পায়নি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রায় সাড়ে ৪শ' মাদ্রাসার বেশ কয়েক হাজার আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার্থী গতকাল পর্যন্ত এডমিট কার্ড না পাওয়ায় মাদ্রাসাসমূহের বিক্ষুব্ধ প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকরা গতকাল মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। এডমিট কার্ড না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলোর কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এমতাবস্থায় গত ২/৩ দিন যাবৎ তারা এডমিট কার্ড পেতে ঢাকায় অবস্থান করছেন। মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছেন, অনিয়ম থাকলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে না- এ মর্মে রেভিনিউ স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা দিলে বিশেষ ব্যবস্থায় এসব পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ডাটাব্যাজ না থাকা, ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন না থাকা, প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির মেয়াদ শেষ হওয়া, মঞ্জুরী না থাকা, টট

৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

আজ আলিম ফাযিল ও কামিল পরীক্ষা শুরু

আহমদ সেলিম রেজা ॥ আজ (মঙ্গলবার) থেকে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষা। সারাদেশের ২৭৯টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে প্রায় ১ লাখ পরীক্ষার্থী। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম পরীক্ষা এইচএসসি সমমানের। আলিম পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অংশ নিচ্ছে ৩ হাজার

৫-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

গতকাল পর্যন্ত-এডমিট কার্ড পায়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লিস্ট সময়মত না পাঠানো, আলিমের অনুমতি না থাকা, প্রয়োজনীয় টাকা জমা না দেয়া ইত্যাদি কারণে অনেকের এডমিট কার্ড প্রদান করা হয়নি। পক্ষান্তরে মাদ্রাসা বোর্ড প্রাঙ্গণে বিক্ষোভরত প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকরা জানিয়েছেন, সকল কিছু ঠিকঠাক থাকার পরও তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের এডমিট কার্ড দেয়া হয়নি। তারা আরো অভিযোগ করেছেন, ঘুষের টাকা না দেয়ার কারণে তাদের এডমিট কার্ড এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেয়া হচ্ছে না।

মাদ্রাসা বোর্ড প্রাঙ্গণে শত শত মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল ও মাদ্রাসা শিক্ষকের বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলোর পক্ষ থেকে ৫০ টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্পে 'অনিয়ম থাকলে ফলাফল প্রকাশ করা যাবে না এবং আইনের আশ্রয় নেয়া যাবে না'- এ মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করলে বিশেষ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকল পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা প্রদানের সুযোগ দেয়া হবে।

মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বিক্ষোভরত শিক্ষকগণ জানান, তাদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আলাপ করার জন্য একটি প্রতিনিধি দল বোর্ড চেয়ারম্যানের নিকট গেলে তিনি সাক্ষাৎ দেননি। তারা আরও অভিযোগ করেছেন, সকালে এডমিট কার্ড দেয়া হবে, আবার বিকালে এডমিট কার্ড দেয়া হবে বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের হয়রানি করছে। এ পর্যায়ে তারা পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ার দাবী করেছেন। বোর্ড কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে কিছুতেই পরীক্ষা পেছানো সম্ভব নয়।

গতকাল বিকালে মাদ্রাসা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে এ বিষয়ে কথা হলে কেউ কেউ বলেছেন, মাদ্রাসা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন শাখা মঞ্জুরি শাখার দুর্নীতি এবং কর্তব্যে অবহেলার কারণেও কোন কোন ক্ষেত্রে

এদিকে গতকাল বিকালে মাদ্রাসা বোর্ডে অবস্থান করা অবস্থায় রেজিস্ট্রেশন শাখা থেকে ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া মাদ্রাসার ৫৫ জন পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ড দিতে দেখা গেছে। রেজিস্ট্রেশন শাখার অনিয়মের কারণেই ঐ ঘটনা ঘটছে বলে সূত্র উল্লেখ করেছে। একই সময়ে ময়মনসিংহের ভবানীপুর মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল অভিযোগ করেছেন, তিনি তার মাদ্রাসার নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের চেয়ে অতিরিক্ত ৫টি এডমিট কার্ড পেয়েছেন। অপরদিকে তিনি তার মাদ্রাসার মানোন্নয়নের ৭ জন পরীক্ষার্থীর এডমিট কার্ড পাননি। গতকাল সন্ধ্যায় মাদ্রাসায় অবস্থানকালে কিছু কিছু মাদ্রাসার ছাত্রদের এডমিট কার্ড কম্পিউটার সেন্টার থেকে ডেপুটি কন্ট্রোলারের মাধ্যমে মাদ্রাসায় পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২০০০ সালেও এমনি ধরনের অনিয়মের কারণে ২৩ হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। এ ঘটনায় কাউকে শাস্তিও দেয়া হয়নি। প্রকাশ থাকে যে, তৎকালীন রেজিস্ট্রার বদলি হয়ে যাওয়ায় বর্তমান রেজিস্ট্রার মাত্র মাস দেড়েক পূর্বে মাদ্রাসা বোর্ডে যোগদান করেছেন।

কামিল পরীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৬১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী।

২০০১ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়) পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীসহ মোট ৬৪ হাজার ৬৩ জন পরীক্ষার্থী। ফাযিল (স্নাতক পর্যায়ে) পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ২৪ হাজার ৬৮৭ জন পরীক্ষার্থী। কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন ৯ হাজার ৭২৬ জন পরীক্ষার্থী। এবার আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ১৮,৯০৬ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় সাধারণ বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ ও মুজাব্বেদ বিভাগ থেকে মোট ১৪ হাজার ৬৪৪ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে।

ফাযিল পরীক্ষায় শুধুমাত্র সাধারণ বিভাগ থেকে অংশগ্রহণ করছে ৩ হাজার ৬১৮ জন ছাত্রী। কামিল পরীক্ষায় হাদিস শাস্ত্রে ৪৭৪ জন, তাফসীর শাস্ত্রে (পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা ও ইতিহাস) ৮৫ জন, ফিকাহ (ইসলামী আইন) শাস্ত্রে ৭২ জন ও আদব (আরবী সাহিত্যের ইতিহাস) শাস্ত্রে ১৩ জনসহ মোট ৬৪৪ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় নকলপ্রবণ কেন্দ্র চিহ্নিতকরণ, ভিজিল্যান্স টিম গঠনসহ নকল প্রতিরোধে বিবিধ প্রস্তুতি নিয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৬১ জেলায় মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য সারাদেশে মোট ২৭৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

মাদ্রাসা ছাত্রদের নকল প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি স্পেশাল র‌্যাপিড এ্যাকশন ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হয়েছে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্র বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন। এ ছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডের পক্ষ থেকে ৪৭টি ভিজিল্যান্স টিম পরীক্ষা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে।